গ্রামীণ প্রবীণ ব্যক্তিদের সুরক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ হিসেবে প্রবীণ নিবাসের সামাজিক চাহিদা ও সম্ভাবনা

ড. মোহাম্মদ হাফিজ উদ্দিন ভূঞা
অধ্যাপক
সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৫
ই-মেইলঃ hafizubn@du.ac.bd

সারসংক্ষেপঃ

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ লোক গ্রামে বসবাস করে। এ হিসেবে মোট প্রবীণের প্রায় ৭৫ শতাংশ (১১ মিলিয়ন) গ্রামে বাস করে। প্রবীণ জনসংখ্যাকে বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য বড় ঝুঁকি হিসেবে বিবেচনা করেছে ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আর্থ-সামাজিক সমস্যা নিরূপণ করলে দেশের ৫৫ শতাংশের অধিক প্রবীণ দারিদ্র্য সীমার নিচে গ্রামে বাস করে। এই ব্যাপক দারিদ্র্যের মাঝে অধিকাংশ প্রবীণ জনগণ স্বাস্থ্য সমস্যাসহ বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার শিকার হচ্ছেন। পরিবর্তিত সামাজিক কাঠামোতে গ্রামীণ এলাকায় প্রবীণ ব্যক্তিদের সুরক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ হিসেবে প্রবীণ নিবাসের সামাজিক চাহিদা ও সম্ভাবনা নির্ধারণের লক্ষ্যে পরিচালিত গবেষণাটি গ্রামীণ নিঃসঙ্গ, দুঃস্থ, অসহায় ও দরিদ্র প্রবীণদের সুরক্ষায় পরিবারের বিকল্প আশ্রয় হিসেবে প্রবীণ নিবাসের সামাজিক চাহিদা ও সম্ভাবনা খুজাঁর চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণাটিতে মিশ্র গবেষণা পদ্ধতির আওতায় পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে আধা কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার অনুসূচী ব্যবহার করে নমুনা জরিপ এবং গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্যে ফোকাস দল আলোচনা ও মূখ্য তথ্য দাতার সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়েছে। পরিমানগত ও গুণগত তথ্যের সাথে বিদ্যমান সাহিত্য নিয়ে ত্রিমাত্রিক প্রক্রিয়ায় গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী, গৃহীত উত্তরদাতার গড় বয়স ৬৯.৪৫, অধিকাংশ উত্তরদাতা বয়সজনিত কারনে বিধবা। বেশীরভাগই নিরক্ষর এবং গবেষণাটি গ্রামীণ এলাকায় পচিালিত হওয়ায় অধিকাংশেরই গ্রাম ভিত্তিক পেশা দেখা যায়। অধিকাংশ উত্তরদাতা সামাজিক ও মানসিকভাবে অবহেলা ও অপব্যবহার শিকার। গ্রামীণ দরিদ্র ও দুঃস্থ প্রবীণ ব্যক্তিদের পরিবারের বিকল্প আশ্রয় হিসেবে অধিকাংশ উত্তরদাতা প্রবীণ নিবাসের প্রয়োজনীয়তা ও উত্তম আশ্রয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রবীণ নিবাসে স্বাস্থ্য সুবিধা এবং সেবা যত্নের জন্যে দক্ষ ও পেশাদার সেবাদাতাসহ পরিবারের সদস্যদের সুযোগ রাখাকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রবীণ নিবাসের সম্ভাবনার আওতায়, অধিকাংশ উত্তরদাতা মৌল প্রযোজন পূরণের নিশ্চয়তা, যত্ন আত্তি এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার সুযোগ তৈরী, সম-বয়সীদের সাথে ভাল সময় কাটানোর সুবর্ন সুযোগ এবং প্রবীণ নিবাসে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ধর্মকর্ম ও সামাজিক কর্মকান্ড পালনের সুযোগ তৈরীর সম্ভাবনার কথা বললেও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও পারিবারিক পরিবেশ তৈরীর সম্ভাবনাকে পুরোপুরি নিশ্চিত করতে পারেন নি। তাই গ্রামীণ প্রবীণ নিবাস প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা ও কার্যকারীতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সুপারিশে উঠে এসেছে।

ভূমিকা

মানব জীবন পরিক্রমার সর্বশেষ, অবশ্যম্ভাবী ও স্বাভাবিক পর্যায় হচ্ছে বার্ধক্য। কারো যদি অকাল মৃত্যু না হয় তবে প্রত্যেককেই এ জীবনের স্বাদ গ্রহণ করতে হয়। বার্ধক্যের আঘাত সর্বজনীন। আর এ অবস্থায় উপনীত হলে ব্যক্তি নতুন পরিচয়ে পরিচিত হয়-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বয়স্ক, বুড়া-বুড়ি, প্রবীণ বা সিনিয়র সিটিজেন হিসেবে। এ সময় পৌঁছে মানুষ যে সমস্ত অবস্থা ও সমস্যার সম্মুখীন হয় তা তাঁর কাছে অভিনব, অপ্রতিরোধ্য, অনাকাঙ্খিত এবং অনেক ক্ষেত্রে তার নিজের পক্ষে এগুলোর সমাধান তথা মোকাবেলা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। বার্ধক্য সম্পর্কে উদ্যোগ-আয়োজন বিশ্বে সাম্প্রতিককালের। বার্ধক্য সমস্যার ব্যাপকতা ও গভীরতার প্রতি ইংগিত দিয়ে ১৯৭৪ সালে বুখারেস্টে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব জনসংখ্যা সম্মেলনে স্বীকার করা হয়েছে যে, "বর্তমানে বিশ্ব জনসংখ্যার দুটো বিষয়ই তাৎপর্যপূর্ণ, জনবিস্ফোরণ এবং বার্ধক্য- যা ধীর গতিতে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে (Karrigan, 1981)। বার্ধক্য জনসংখ্যার ভয়াবহতা বিবেচনায় এনে বিশ্বব্যাপী প্রবীণ বিষয়ক নীতি,

পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৯৮২ সালে Vienna International Plan of Action on Ageing (VIPAA) গৃহীত হয় যা জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। জাতিসংঘ বার্ধক্যকে মানবজীবনের প্রধানতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করে এ সমস্যা সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯১ সাল থেকে প্রতি বছর ০১ অক্টোবর বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালন করে আসছে। বিশ্বে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। ২০১৭ সালে ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সী প্রবীণ জনসংখ্যা ছিল ৯৬২ মিলিয়ন, যা ১৯৮০ সালের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। ২০৫০ সালের মধ্যে বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা আবার দ্বিগুণ হবে যা প্রায় ২.১ বিলিয়নে পৌঁছাবে বলে অনুমান করা হয়। বিশ্বের দুই তৃতীয়াংশ প্রবীণ জনগোষ্ঠী উন্নয়নশীল দেশে বসবাস করে । পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০৫০ সালে বিশ্বের ১০ জনের মধ্যে প্রায় ৮ জন প্রবীণ উন্নয়নশীল অঞ্চলে বসবাস করবে এবং তাদের মধ্যে ৫০% এর বেশি বয়স্ক মহিলা থাকবেন (UN, ২০২১)। আধুনিককালে বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নয়ন মানুষের আয়ুষ্কালকে বাড়িয়ে দিয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে গড় আয়ুষ্কাল প্রায় ৭৩.৩ বছর (বিবিএস, ২০২২)। ধারণা করা হচ্ছে যে, ২০৫০ সালে প্রবীণ জনগোষ্ঠী মোট জনসংখ্যার ২০% হবে (সারণী-১)। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, কোন দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০ হতে ১২ ভাগ প্রবীণ হলে ঐ দেশকে বার্ধক্য জনসংখ্যার দেশ ধরা হয়। সে হিসেবে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে বিশ্বে বার্ধক্য জনসংখ্যার দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হবে।

টেবিল: প্রবীণ জনগোষ্ঠী বৃদ্ধির প্রবণতা

সাল	প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা (মিলিয়ন)	মোট জনগোষ্ঠীর শতকরা হার
১৯৭৯	১.৯৮	৩
২০০১	৬.০৫	৫.৪২
২০১১	১০	৭
২০২২	১৫.৩	৯.২৮
২০২৫	১৭.৬২ (প্রক্ষেপিত)	১১ (প্রক্ষেপিত)
২০৫০	৪৩.০২ (প্রক্ষেপিত)	২০ (প্রক্ষেপিত)

উৎস: আদম শুমারি, ২০০১, ২০১১ ও ২০২২, বিবিএস ২০২২, জাতিসংঘ, ২০২১

আমাদের দেশের ঐতিহ্যবাহী যৌথ পরিবার ব্যবস্থায় প্রবীণরা অতীতে নিরাপদ ও সম্মানজনক জীবনযাপন করতেন। মূলত: তাঁরাই পরিবার পরিচালনায় মূখ্য ভূমিকা পালন করতেন। কিন্তু বিশ্বায়নের এ যুগে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে তৈরি হচ্ছে একক পরিবার। দারিদ্র, ভূমিহীনতা, সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিবর্তন, যুব শ্রেণীর গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর, শিল্পায়ন ও নগরায়ণ, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জীবনধারণ সামগ্রীর উচ্চ মূল্য, বস্তুতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা ইত্যাদি কারণে আজকে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে একক পরিবারে রুপ নিচ্ছে (Islam; 2013)। আর এ পরিবর্তনশীলতার নিরব শিকার হচ্ছে প্রবীণ জনগোষ্ঠী।

বাংলাদেশ একটি স্বল্পোন্নত দেশ। এদেশের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ লোক গ্রামে বসবাস করে। এ হিসেবে মোট প্রবীণের প্রায় ৭৫ শতাংশ (১১ মিলিয়ন) গ্রামে বাস করে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আর্থ-সামাজিক সমস্যা নিরূপণ করলে দেশের ৫৫ শতাংশের অধিক প্রবীণ দারিদ্র্য সীমার নিচে গ্রামে বাস করে। এই ব্যাপক দারিদ্র্যের মাঝে অধিকাংশ প্রবীণ জনগণ স্বাস্থ্য সমস্যাসহ বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার শিকার হচ্ছেন। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় দেশের জনসাধারণের তুলনায় প্রবীণরা অপেক্ষাকৃত খারাপ অবস্থানে রয়েছেন। প্রবীণ পরিবারসমূহ মূলত আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে প্রবীণদের দায়দায়িত্ব গ্রহণে

ক্রমশ অপরাগ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে অনেক পরিবারেই সন্তানরা পিতামাতাকে বিষয় সম্পত্তির মতো নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে ভরণ পোষণের দায়িত্ব নিয়ে থাকে, ফলে চিকিৎসাসহ বহুবিধ মৌলিক সেবা হতে প্রবীণরা বঞ্চিত হয় (Islam; 2013)।

সাহিত্য পর্যালোচনা

বাংলাদেশে বার্ধক্য ইস্যুতে গবেষণা খুব বেশী পরিচালিত হয়নি। ইতোপূর্বে বার্ধক্য বিষয়ে যে সব গবেষণা পরিচালিত হয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রণীত পেপারে বাংলাদেশের প্রবীণদের আর্থ-সামাজিক ও স্বাস্থ্য সমস্যা তুলে ধরেছে। Munsur Ahmed, Mohammad et. al. (2010) পরিচালিত গবেষণায় বাংলাদেশে প্রবীণাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, বসবাসের চিত্র ও স্বাস্থ্য সমস্যা ও অপব্যবহার দেখিয়েছেন। ইসলাম (২০১৩) পরিচালিত গবেষণায় বাংলাদেশের পরিবার ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বার্ধক্য সমস্যাটি দেখিয়েছেন এবং ভূঁঞা (২০১৩) পরিচালিত গবেষণায় বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রবীণদের মৌলিক চাহিদা পূরনের চিত্র এবং বয়সের কারনে মানবাধিকার লংঘনের চিত্রটি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পরিবারভিত্তিক সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন এবং নগরায়ণের ফলে যৌথ পরিবার ভেঙে গিয়ে একক পরিবারে রূপ নিচ্ছে, যার ফলে প্রবীণরা আগের মতো পরিবারে যত্ন পাচ্ছেন না (Rahman, 2020)। গবেষণায় দেখা যায়, অনেক প্রবীণ তাঁদের সন্তান বা আত্মীয়দের সঙ্গে বসবাস করলেও শারীরিক ও মানসিকভাবে অবহেলিত বোধ করেন (Kabir, 2015)। নারীবান্ধব সমাজব্যবস্থার অভাব এবং পিতামাতার প্রতি দায়িত্ববোধে পরিবর্তনের কারণে প্রবীণদের প্রতি আগের মতো শ্রদ্ধা ও যত্ন দেখা যায় না। কিছু ক্ষেত্রে প্রবীণদের সম্পত্তির মালিকানা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সন্তানদের দ্বারা অবহেলিত হন (Begum & Hossian, 2018)। নারীদের জন্য বিশেষ গুরুত্ব বাংলাদেশে নারীদের গড় আয়ু পুরুষদের তুলনায় বেশি এবং অনেক নারী বার্ধক্যে একাকী জীবনযাপন করেন (UNFPA, 2019)। গবেষণায় দেখা যায়, বয়স্ক নারীরা পারিবারিক সহিংসতা ও অবহেলার শিকার বেশি হন (Nahar & Khan, 2021)। বয়স্ক নিবাস তাদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করতে পারে। বাংলাদেশ সরকার বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চালু করলেও, বয়স্ক নিবাসের জন্য সুস্পষ্ট ও বাস্তবভিত্তিক নীতি এখনও অনুপস্থিত। খান (২০২২) উল্লেখ করেন যে, বয়স্কদের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিচালিত ও তদারকিকৃত নিবাস সমাজে ভারসাম্য রক্ষা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে সহায়ক। উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে প্রবীণদের জন্য নিরাপদ, যত্নশীল এবং সম্মানজনক জীবনের নিশ্চয়তার জন্য প্রবীণ নিবাসের প্রয়োজন ক্রমবর্ধমান। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধা থাকলেও প্রয়োজনের তাগিদে প্রবীণ নিবাসের ধারণাটি ধীরে ধীরে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি কার্যকর প্রবীণ নিবাস ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা সম্ভব। তবে সময়ের সাথে সাথে এই দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সরকার প্রবীণদের সুরক্ষায় 'জ্যেষ্ঠ নাগরিক নীতিমালা ২০১৩' প্রণয়ন করেছে, যা প্রবীণ নিবাস স্থাপনের পক্ষে সহায়ক (MoSW, 2013)। সংবিধানের ১৫ (ক) অনুচ্ছেদে অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবণধারণের মৌলিক উপকরণের নিশ্চিতের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে ও ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদে সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত

কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরুপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্যলাভের অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। বর্তমান সরকার SDGs বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। SDG goal 1: No Poverty, 2: Zero Hunger এবং 3: Good Health and Well-being. এ সমস্ত লক্ষ্য অর্জনে বর্তমান গবেষণাটি গুরুত্বের দাবী রাখে। ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) এবং ডেল্টা প্লানে (২১০০) সামাজিক সুরক্ষা, সামাজিক কল্যাণ এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণের উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে । অসহায় ও দরিদ্র প্রবীণদের মৌলিক চাহিদা মেটাতে, মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধিতে এবং তাদের মানসিক-সামাজিক সুস্থতার উন্নতিতে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচিটি এক যুগান্তকারি পদক্ষেপ। সরকার এই অর্থবছরে (২০২৪-২০২৫) সামাজিক সুরক্ষা খাতে ৫৮ লাখ ১ হাজার প্রবীণকে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির আওতায় এনেছে। এ সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে সরকার বয়স্ক ব্যক্তিদের কল্যাণে উল্লেখযোগ্য কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যেমন; বয়স্ক ভাতা, জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩ এবং পিতামাতা ভরণপোষন আইন ২০১৩। আশ্রয় মানুষের মৌলিক অধিকার। শহরাঞ্চলে বেসরকারি পর্যায়ে কয়েকটি প্রবীণ নিবাস গড়ে উঠলেও গ্রামাঞ্চলে তা অনুপস্থিত। গ্রামীণ এলাকায় দুঃস্থ, অসহায় ও দরিদ্র প্রবীণদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্যে প্রবীণ নিবাস স্থাপনের সামাজিক চাহিদা নিরূপন এবং সম্ভাবনা যাচাই করার জন্যে গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে যা প্রবীণ সুরক্ষায় ভবিষ্যত নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়নে সহায়ক হবে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

আলোচ্য গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ হল-

১) গ্রামীণ প্রবীণদের পারিবারিক, জনমিতিক ও আর্থ-সামাজিক তথ্যাবলী জানা;
২) গ্রামীণ প্রবীণ ব্যক্তিদের পরিবারে এবং সমাজে অবহেলা ও অপব্যবহারের ধরণ ও কারন উদঘাটন করা;
৩) গ্রামীণ প্রবীণদের সুরক্ষায় প্রবীণ নিবাসের সামাজিক চাহিদা নিরুপন করা;
৪) গ্রামীণ প্রবীণদের সুরক্ষায় প্রবীণ নিবাসের সম্ভাবনাসমূহ যাচাই করা এবং
৫) গ্রামীণ প্রবীণদের সুরক্ষায় নীতি সুপারিশ তুলে ধরা।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাটিতে মিশ্র গবেষণা পদ্ধতি যেমন: পরিমাণগত ও গুণগত প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহারের মৌলিক যৌক্তিকতা হলো গুণগত গবেষণা পরিমানগত গবেষণার ফলাফলকে যেমন সমৃদ্ধ ও যথার্থতা দান করে তেমনি গবেষণা সমস্যাটি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেয়। গবেষণায় উভয় পদ্ধতি ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো গবেষণা সমস্যাটি সম্পর্কে সমন্বিত ধারণা লাভ এবং জটিল ঘটনাবলী উদঘাটন করা (Azorin & Cameron, 2010: 95)। **গবেষণা এলাকা:** সময় ও বাজেট বিবেচনায় গবেষণাটি রাজশাহী ও খুলনা বিভাগে পরিচালিত হবে। দু'টি বিভাগ নির্বাচনে ভৌগলিক অবস্থান ও প্রান্তিকতা বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। **নমুনা ও নমুনায়ন:** আলোচ্য গবেষণাটি বাংলাদেশের রাজশাহী ও খুলনা বিভাগে পরিচালিত হয়েছে। প্রত্যেক বিভাগ থেকে দৈবচয়ন নমুনায়নের মাধ্যমে একটি করে জেলা নিয়ে দু'টি জেলার দু'টি উপজেলার গ্রাম এলাকায় পরিচালিত হয়েছে। দু'টি উপজেলার প্রত্যেকটি থেকে ৬০ জন করে মোট ১২০ জন প্রবীণকে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে পরিমানগত তথ্য সংগ্রহের জন্যে নির্বাচন করা হয়েছে। উত্তরদাতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাচনী অফিস, উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নেয়া হয়েছে। গুণাত্বক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গবেষণা এলাকার প্রত্যেকটি উপজেলা থেকে একটি করে মোট দুইটি ফোকাস দল আলোচনা (FGDs) এবং প্রত্যেকটি উপজেলা থেকে দুইটি করে মোট চারটি মূখ্য সেবা দাতাদের সাক্ষাৎকার (KIIs) এব মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। **তথ্য সংগ্রহ কৌশল:** পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহের জন্যে আধা-কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার

অনুসূচি এবং গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্যে FGDs ও KIIs গাইড লাইন ব্যবহার করা হয়েছে। সাক্ষাৎকার অনুসূচি গবেষণা এলাকায় পূর্ব-পরীক্ষণ করা হয়েছে এবং প্রয়োজনে উত্তরদাতাদের উপযোগী ও সহজবোধ্য করার জন্যে পরিমার্জন করা হয়েছে যাতে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। **তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ:** সংগৃহীত তথ্য যথাযথভাবে সম্পাদন করে পূর্নাঙ্গ সংগৃহীত তথ্যাবলীতে যথাযথ কোডিং প্রদান করে তা নানা ধরনের সফটওয়ার যেমন: Excel/SPSS এর মাধ্যমে তথ্যসমূহ শ্রেণীবিন্যাস করে বিভিন্ন সারণী ও চিত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলাফল বিশ্লেষণে পরিসংখ্যানিক কৌশল যেমন: গড়, মধ্যমা, প্রচুরক, সহ-সম্পর্ক ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য Triangulation উপায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গুণগত তথ্য থিম্যাটিক ও ভারব্যাটিম প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষেণ ও পর্যালোচনা:

গ্রামীণ প্রবীণ ব্যক্তিদের সুরক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ হিসেবে প্রবীণ নিবাসের সামাজিক চাহিদা ও সম্ভাবনা নির্ধারণের লক্ষ্যে পরিচালিত গবেষণাটি গ্রামীণ নি:সঙ্গ, দু:স্থ, অসহায় ও দরিদ্র প্রবীণদের সুরক্ষায় পরিবারের বিকল্প আশ্রয় হিসেবে প্রবীণ নিবাসের সামাজিক চাহিদা ও সম্ভাবনা খুজাঁর চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণাটিতে মিশ্র গবেষণা পদ্ধতি যেমন: পরিমাণগত ও গুণগত প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে যার আওতায় পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে আধা কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার অনুসূচী ব্যবহার করে নমুনা জরিপ এবং গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্যে ২ টি ফোকাস দল আলোচনা ও ৪ জন মূখ্য তথ্য দাতার সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়েছে। পরিমানগত ও গুণগত তথ্যের সাথে বিদ্যমান সাহিত্য নিয়ে ত্রিমাত্রিক প্রক্রিয়ায় গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রবীণ নিবাসের সামাজিক চাহিদা ও সম্ভাবনা নির্ধারণের লক্ষ্যে পরিচালিত গবেষণায় প্রথম উদ্দেশ্য ছিল উত্তরদাতা গ্রামীণ প্রবীণ ব্যক্তিদের পারিবারিক, জনমিতিক ও আর্থ-সামাজিক তথ্যাবলী জানা। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ উত্তরদাতার (৭৬.৬৬ শতাংশ) বয়স ৬০-৭৫ বছর বয়সীদের মধ্যে। বয়স পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, গবেষণায় অতি প্রবীণের (৮০ বছর ও তদুর্ধ) সংখ্যা প্রায় ১১.৬৭ শতাংশ। বর্তমান গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত উত্তরদাতাদের গড় বয়স প্রায় ৬৯.৪৫ বছর। জাতীয় আদম শুমারী ২০২২ অনুযায়ী নারী ও পুরুষের অনুপাত ১০০: ৯৮ হলেও বার্ধক্যে তা আরও বেড়ে যায়। বর্তমান গবেষণায় ৫৮.৩৩ শতাংশ উত্তরদাতা পুরুষ এবং ৪১.৬৭ শতাংশ উত্তরদাতা নারী। জাতীয় আদম শুমারী ২০২২ অনুযায়ী নারী ও পুরুষের অনুপাত ১০০: ৯৮ হলেও বার্ধক্যে তা আরও বেড়ে যায়। অধিকাংশ উত্তরদাতা (৫১.৬৭ শতাংশ) বিবাহিত যাদের দাম্পত্য সম্পর্ক এখনো বিদ্যমান এবং ৪১.৬৭% শতাংশ উত্তরদাতা বিধবা/বিপত্নীক। উত্তরদাতা প্রবীণদের শিক্ষার হার খুবই কম। প্রায় ২৫.০০% উত্তরদাতা নিরক্ষর এবং ৫৩.৩৩% উত্তরদাতা স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ও সর্বোচ্চ প্রাথমিক পর্যন্ত। অধিকাংশ উত্তরদাতা প্রবীণের পেশা হিসেবে গৃহিনী ও কৃষি পাওয়া যায়। উত্তরদাতা অতি প্রবীণদের প্রায় সকলেই শারীরিক অক্ষমতার কারনে কোন ধরণের আয়বর্ধক কাজে যুক্ত নেই। গবেষণাটি গ্রামীণ এলাকায় পচিালিত হওয়ায় অধিকাংশেরই গ্রাম ভিত্তিক পেশা দেখা যায়। উত্তরদাতা গ্রামীণ প্রবীণের ৫৫.০০ শতাংশের কোন মাসিক আয় নেই। উত্তরদাতাদের মধ্যে ২০.০০ শতাংশের মাসিক আয় ৫০০-৬০০০ টাকার মধ্যে। তবে মাত্র ১১.৬৬ শতাংশের মাসিক আয় ১২০০০ টাকার উর্দ্ধে। উত্তরদাতা গ্রামীণ প্রবীণের মধ্যে যাদের আয় রয়েছে তাদের গড় মোট মাসিক আয় ৭৮৮০ টাকা কিন্তু সার্বিকভাবে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত উত্তরদাতা গ্রামীণ প্রবীণের গড় আয় মাত্র ৪৮০ টাকা। উত্তরদাতা প্রবীণের পরিবারে ১৮.৩৪ শতাংশের পরিবারে মাসিক মোট আয় ২৫০০১-৩০০০০ টাকার মধ্যে। তবে মাত্র ১৬.৬৬ শতাংশ উত্তরদাতার পরিবারে মাসিক মোট আয় ৪০০০০ টাকার উর্ধ্বে অর্থাৎ যে সকল পরিবারে উপার্জনশীল সদস্য সংখ্যা বেশী তাদের পরিবারে মাসিক আয় বেশী হতে দেখা যায়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত উত্তরদাতাদের পরিবারের গড় মোট মাসিক আয় ২৮৬৫০ টাকা যা বর্তমানের দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতির সময়ে একটি চারের অধিক সদস্যের পরিবারের জীবন জীবিকা ও সন্তানদের পড়ালেখার খরচ নির্বাহ করা খুবই কঠিন। উত্তরদাতা গ্রামীণ প্রবীণের পরিবারে পাঁচের অধিক সদস্য সংখ্যা প্রায় ৫৬.৬৭ শতাংশের উত্তরদাতার। তিন থেকে পাঁচ সদস্যের পরিবার প্রায় ৩০.০০ শতাংশ উত্তরদাতার। সর্বোচ্চ দুই সদস্যের পরিবার প্রায় ১৩.৩৩ শতাংশ উত্তরদাতার। তবে গবেষণায় তথ্য সংগ্রহকালে দেখা যায় উত্তরদাতা গ্রামীণ প্রবীণরা

ছেলে মেয়েরা দূরে অবস্থান বা আলাদা থাকলেও একই পরিবারের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে উত্তর দিয়েছেন। উত্তরদাতা পরিবারে গড় সদস্য সংখ্যা প্রায় ৫.২ জন। প্রবীণ পরিবারের ধরণ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ৬৬.৬৭ শতাংশ উত্তরদাতা একক পরিবারভুক্ত এবং ৩৩.৩৩ শতাংশ যৌথ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান গ্রামীণ এলাকায় সামাজিক পরিবর্তনের কারনে এবং অভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের প্রভাবে ঐতিহ্যবাহী যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবারে রুপান্তরিত হচ্ছে।

বর্তমান গবেষণায় অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ প্রবীণ ব্যক্তিদের পরিবারে এবং সমাজে অবহেলা ও অপব্যবহারের ধরণ ও কারণ খুঁজে বের করা। প্রবীণের পরিবারের সদস্যদের সাথে সম্পর্ক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ৩৮.৩৪ শতাংশ ভাল সম্পর্ক, ৩৬.৬৭ শতাংশ উত্তরদাতা খুব ভাল সম্পর্ক এবং ১৩.৩৩ শতাংশ উত্তরদাতা মোটামুটি ভাল সম্পর্ক রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে ১১.৬৬ শতাংশ উত্তরদাতা প্রবীণ বিভিন্ন মাত্রার খারাপ সম্পর্কের কথা বলেছেন। গ্রামীণ সমাজের মূল্যবোধ ও আবেগীয় সম্পর্কের কারনে পরিবারের সদস্যদের সাথে প্রবীনের সম্পর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাল রয়েছে বলে ফুটে উঠেছে। উত্তরদাতা প্রবীণেরা পরিবারে অবহেলা ও অপব্যবহারের ধরণ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮৩.৩৩ শতাংশ মানসিকভাবে অবহেলা ও অপব্যবহার, ৫৩.৩৩ শতাংশ উত্তরদাতা স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিতে অবহেলা, ৩১.৬৬ শতাংশ উত্তরদাতা আর্থিক অপব্যবহার, ২৫.০০ শতাংশ উত্তরদাতা সামাজিকভাবে অবহেলার কথা বলেছেন। তবে ১৫.০০ শতাংশ উত্তরদাতা প্রবীণ তাদেরকে শারীরিকভাবে অবহেলার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে ১৬.৬৬ শতাংশ উত্তরদাতা প্রবীণ জানিয়েছেন যে, তারা কোন ধরণের অবহেলা ও অপব্যবহারের শিকার হননি। এ প্রসঙ্গে একজন মূখ্য তথ্যদাতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বলেন, *"উপকূলীয় এলাকা খুলনায় প্রবীণ অবহেলার ঘটনা খুব কম দেখা যায়। বেশিরভাগ ছেলে মেয়েরা তাদের বাবা মা ও দাদা দাদীকে অনেক ভালবাসে। উপকূলীয় অঞ্চল হওয়ায় প্রবীণদের সাথে পরিবারের সদস্যদের ভালোবাসার সম্পর্ক রয়েছে। তবে দু'একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনায় কোন কোন পরিবারে প্রবীণের প্রতি দূর্ব্যবহার করতে দেখা যায়।"* তবে ফোকাস দল অলোচনায় অংশ নেওয়া একজন সংবাদ কর্মী জানান, *"আমি একবার গ্রামীণ এলাকায় স্থানীয় সংবাদ সংগ্রহে গেলে এক মানসিক প্রতিবন্ধী প্রবীণকে বাঁশের বেড়া দিয়ে আটকিয়ে রাখতে দেখেছি এবং খোঁজ নিয়ে শুনেছি ঐ প্রবীণকে প্রায়ই মারধর করে।"* গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতা গ্রামীণ প্রবীণের অবহেলা ও অপব্যবহারের জন্যে ছেলে সন্তান (৫০.০০%), পুত্রবধূ (৩৮.৩৩%), আত্মীয়-স্বজন (২৬.৬৬%), পাড়া প্রতিবেশী (২৫.০০%), মেয়ে (২৫.০০%), নাতি/নাতনী(২১.৬৬%), স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারি(১.৬৬%) এবং মেয়ের জামাই(১.৬৬%) দায়ী বলে উল্লেখ করেছেন। দেখা যায় যে, যে সকল গ্রামীণ প্রবীণ কোন না কোন ভাবে অবহেলা ও অপব্যবহারের শিকার হয়েছেন, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাছের লোকজনের দ্বারাই অবহেলা ও অপব্যবহারের শিকার। এ প্রেক্ষিতে ফোকাস দল আলোচনায় অংশ নেওয়া একজন ইউপি সদস্য জানান, *"আমাদের গ্রামীণ এলাকায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রবীণদের সাথে মানসিকভাবে খারাপ আচরণ করা হয়, এমনকি শারীরিক নির্যাতনের ঘটনাও ঘটে। সম্পত্তির লোভ বা রাগের কারণে পরিবারের সদস্যরা অনেক সময় তাদের প্রতি সহিংস হয়ে উঠে।"* ফোকাস দল আলোচনায় অংশ নেওয়া আরেকজন সদস্য গ্রাম্য মাতবর বলেন, *"যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভাঙ্গনের ফলে প্রবীণরা প্রায়ই একাকী থাকেন। সন্তানেরা শহরে চলে গেলে প্রবীণেরা শারীরিক ও মানসিক অবহেলার শিকার হন।"* ফোকাস দল আলোচনায় অংশ নেওয়া আরেকজন সদস্য স্থানীয় স্কুলের প্রধাণ শিক্ষক বলেন, *"গ্রামীণ সমাজে আগে প্রবীণেরা ছিল পরামর্শদাতা ও সম্মাণের পাত্র কিন্তু এখন তাদের মতামতকে প্রায়ই অপ্রাসঙ্গিক মনে করা হয়।"* উত্তরদাতা গ্রামীণ প্রবীণের অবহেলা ও অপব্যবহারের কারণ বলতে গিয়ে অধিকাংশ উত্তরদাতা একাধিক কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে অধিকাংশ প্রবীণ (৬৮.৩৩ শতাংশ) বার্ধক্যে তাদের পরনির্ভরশীলতাকে অবহেলা ও অপব্যবহারের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রায় ৪৬.৬৬ শতাংশ উত্তরদাতা শারীরিক অক্ষমতা, ৪০.০০ শতাংশ উত্তরদাতা শারীরিক অসুস্থতা, ৩৩.৩৩ শতাংশ উত্তরদাতা নিম্ন আয় ও দারিদ্র্য, ৩১.৬৬ শতাংশ উত্তরদাতা সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিবর্তন, ৩০.০০ শতাংশ উত্তরদাতা অপর্যাপ্ত সামাজিক ও আর্থিক সাহায্য এবং ২৬.৬৬ শতাংশ উত্তরদাতা অসহায়ত্ব-কে গ্রামীণ প্রবীণের অবহেলা ও অপব্যবহারের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া গবেষণার ফলাফলে প্রবীণের অবহেলা ও অপব্যবহারের অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দ্বন্দ্ব (১৮.৩৩%), মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা (১৬.৬৬%), একাকীত্ব ও বয়স বৈষম্য (১৩.৩৩%), আন্তঃপ্রজন্ম দ্বন্দ্ব (১০.০০%), যৌথ পরিবার ব্যবস্থার ভাঙন ও নিরক্ষরতা (৬.৬৬%), বেকারত্ব ও শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীতা (৫.০০%) এবং

ভূমিহীনতা প্রভৃতি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। তাই বলা যায় যে, প্রবীণের অবহেলা ও অপব্যবহারের কারণ হিসেবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বার্ধক্যকালীন জটিলতাসমূহ ফুটে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে একজন মূখ্য তথ্যদাতা উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, *"প্রবীণ ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক ভালো থাকা সত্ত্বেও আর্থিক টানাপোড়নের জন্যে প্রবীণ ব্যক্তিরা মূলত মানসিক ছাড়াও শারীরিক ও স্বাস্থ্যগত অপব্যবহারের শিকার হন। এছাড়াও নির্ভরশীলতা ও উপার্জন না থাকাও অপব্যবহারের কারণ।"*

বর্তমান গবেষণায় অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ প্রবীণ ব্যক্তিদের সুরক্ষায় প্রবীণ নিবাসের সামাজিক চাহিদা নিরুপন করা। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, গ্রামীণ দরিদ্র ও দু:স্থ প্রবীণ ব্যক্তিদের পরিবারের বিকল্প আশ্রয় হিসেবে অধিকাংশ উত্তরদাতা (৮৮.৩৩ শতাংশ) প্রবীণ নিবাসের কথা জানিয়েছেন। তথ্য সংগ্রহকালে দেখা যায় যে, অন্যান্য আশ্রয় কেন্দ্রেসমূহে নির্ভরশীলতা ও আশ্রয়দাতার খেয়ালখুশির কারণে তারা এসব আশ্রয়কে বসবাসের জন্যে কম পছন্দ করেন। গ্রামীণ দরিদ্র, দু:স্থ ও অসহায় প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্যে প্রবীণ নিবাস-কে প্রায় সকলেই (৯৮.৩৩ শতাংশ) থাকা ও খাওয়ার নিশ্চয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। অনেক উত্তরদাতা (৭৬.৬৬শতাংশ) সেবা যত্নের ব্যবস্থা, ৩০.০০ শতাংশ উত্তরদাতা সম-বয়সীদের সাথে বিনোদনের সুযোগ, ২৩.৩৩ শতাংশ উত্তরদাতা প্রবীণদের একত্রে থাকার সুবিধা, ২০.০০ শতাংশ উত্তরদাতা বিপদে ও অসহায়ত্বে পারস্পরিক সহযোগিতার সুযোগ, ১৫.০০ শতাংশ উত্তরদাতা সন্তান-সন্ততি কাছে না থাকা এবং ১৩.৩৩ শতাংশ উত্তরদাতা সন্তানরা ভরণ পোষনের দায়িত্ব না নেওয়াকে প্রবীণ নিবাসকে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে দেখার কথা উল্লেখ করেছেন। বার্ধক্যকালীন জীবনে ভরণ পোষণের নিশ্চয়তা ও মানসিকভাবে ভাল থাকার প্রয়াসে প্রবীণ নিবাসকে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। প্রবীণ নিবাস কোন ধরণের প্রবীণদের জন্যে উত্তম আশ্রয় হিসেবে দেখা হয়-উত্তরে বেশিরভাগ উত্তরদাতা (৮৩.৩৩ শতাংশ) দু:স্থ ও অসহায় প্রবীণদের জন্যে উত্তম আশ্রয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অনেক উত্তরদাতা (৭৮.৩৩ শতাংশ) দরিদ্র প্রবীণদের জন্যে উত্তম আশ্রয় হিসেবে বলেছেন। তাছাড়া দেখ-ভালের দায়িত্ব না থাকা প্রবীণ, সন্তান-সন্ততি ভরণ-পোষণের দায়িত্ব না নেওয়া প্রবীণ, স্বাধীণভাবে থাকতে আগ্রহী প্রবীণ, ছেলে মেয়েরা অনেক দূরত্বে থাকা প্রবীণ, বিধবা/বিপত্নীক প্রবীণ এবং একাকী প্রবীণদের জন্যে প্রবীণ নিবাস উত্তম আশ্রয় হিসেবে গন্য হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। যে সব গ্রামীণ প্রবীণের থাকা খাওয়ার, সেবা যত্ন এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নেই তাদের জন্যে প্রবীণ নিবাস উত্তম আশ্রয় হিসেবে ফলাফলে উঠে এসেছে। তবে এ ক্ষেত্রে একজন মূখ্য তথ্যদাতা উপজেলা সমাজসেবা অফিসার জানান, *"গ্রামীণ প্রবীণদের প্রবীণ নিবাসের তুলনায় পারিবারিক নিবাসের প্রয়োজনই বেশী। প্রবীণদের কোনভাবেই পরিবার থেকে দূরে সরানো ঠিক হবেনা।"* প্রবীণ নিবাসে গ্রামীণ প্রবীণদের জন্যে কী সামাজিক সুবিধা থাকা প্রয়োজন তার উত্তরে অধিকাংশ উত্তদাতা (৯৩.৩৩ শতাংশ) আত্বীয়-স্বজনদের সাথে দেখা সাক্ষাতের সুযোগের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। তাছাড়া প্রবীণ নিবাসে অন্যান্য সামাজিক সুবিধার মধ্যে সন্তান সন্ততির খোজঁ খবর রাখার সুযোগ (৩৬.৬৬%), বিয়ে ও সুন্নতে খৎনায় অংশগ্রহণের সুযোগ (৩৩.৩৩%), পারিবারিক সিদ্ধান্তে অংশ নেওযা ও প্রবীণ নিবাসের বাইরে প্রয়োজনমত ঘুরতে যাওয়া (২৬.৬৬%) এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে পুনর্মিলনের সুযোগ (১৩.৩৩%) প্রভৃতি সামাজিক সুযোগ সুবিধা থাকার অপরিহার্যতার কথা উল্লেখ করেন। প্রবীণ নিবাসে গ্রামীণ প্রবীণদের জন্যে ধর্মীয় চর্চা করার সুযোগের আওতায় প্রায় সকলেই (১০০.০০ শতাংশ) নিয়মিত নামাজ পড়ার/প্রার্থনা করার সুবিধা থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া প্রবীণ নিবাসে ধর্মীয় চর্চা করার অন্যান্য সুযোগ সুবিধার মধ্যে কোরআন শরীফ ও ধর্মীয় পুস্তক পড়ার সুযোগ (৬৬.৬৬%), নিজ নিজ ধর্মের বিধি বিধান অনুশীলনের স্বাধীনতা (৪০.০০%), ধর্মীয় সভা সমাবেশে অংশ নেওয়ার স্বাধীনতা (২৮.৩৩%) এবং নিয়মিত দলীয়ভাবে ধর্মীয় আলোচনা করার সুযোগ (২৬.৬৬%) প্রভৃতি ধর্মীয় চর্চা করার সুবিধা থাকার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। বলা যায়, বার্ধক্যে আধ্যাত্বিক ও ধর্মীয় চর্চা অনুশীলনের প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় এ সব সুবিধা নিশ্চিতের বিষয়টি গবেষণায় ফুটে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে ফোকাস দল আলোচনায় অংশ নেওয়া একজন ইমাম বলেন, *"বর্তমান পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারের কর্মক্ষম মানুষ তাদের কাজের প্রয়োজনে গ্রাম ছেড়ে শহরে বসবাস করে থাকে। সেক্ষেত্রে গ্রামীণ প্রবীণদের জন্যে প্রবীণ নিবাস প্রতিষ্ঠা করে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা, নিয়মিত ধর্মকর্ম পালনের ব্যবস্থা করতে পারলে ভালো হয়।"* প্রবীণ নিবাসে মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা থাকার মধ্যে উত্তরদাতাদের প্রায় সকলেই (৯৮.৩৩%) প্রবীণ নিবাসে প্রয়োজনমত খাওয়ার ব্যবস্থা সরবরাহের নিশ্চয়তার কথা বলেছেন। তাছাড়া প্রবীণ নিবাসে অন্যান্য যে সকল মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তার কথা বলেছেন তার মধ্যে সেবা যত্নের পেশাদার সেবাদাতার ব্যবস্থা (৪৩.৩৩%), পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবারের আয়োজন ও প্রয়োজনীয় ও আরামদায়ক পোষাক

পরিচ্ছদের ব্যবস্থা (৩০.০০%), স্বাধীণ মত প্রকাশের ব্যবস্থা (২৩.৩৩%) এবং আরাম প্রদ থাকার ব্যবস্থা (১১.৬৬%) প্রভৃতি মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। মূলত গবেষণায় প্রবীণ নিবাসে মৌলিক প্রয়োজন পূরণ হিসেবে প্রয়োজনীয় খাবার সরবরাহ ও বার্ধক্যকালীন সেবা যত্নের নিশ্চয়তা থাকার কথা গবেষণায় ফুটে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে একজন মূখ্য তথ্যদাতা ইউপি চেয়ারম্যান বলেন, *"অনেক পরিবারেই দেখেছি বৃদ্ধ মানুষ ঠিকভাবে খাওয়া দাওয়া পায় না। তাদের ক্ষেত্রে প্রবীণ নিবাসে খাওয়ার নিশ্চয়তা দিতে পারে। বর্তমান সমাজে প্রবীণের অবদানকে কেউ কেউ স্বীকার করতে চায়না এবং তাদের মতামতকে গ্রহণ করতে চায় না। এক্ষেত্রে প্রবীণ নিবাস তাদের সুরক্ষায় কাজ করবে।"* প্রবীণ নিবাসে স্বাস্থ্য সুবিধা থাকার মধ্যে অধিকাংশ উত্তরদাতা (৭৮.৩৩%) শারীরিক অসুস্থতায় প্রয়োজনমত ঔষধ পাওয়ার কথা বলেছেন। প্রায় ৭৩.৩৩ শতাংশ উত্তরদাতা শারীরিক অসুস্থতায় ডাক্তারের পরামর্শ পাওয়ার সুবিধা থাকার নিশ্চয়তার কথা বলেছেন। তাছাড়া প্রবীণ নিবাসে প্রবীণদের জন্যে অন্যান্য যে সব স্বাস্থ্য সুবিধা থাকার কথা বলেছেন তার মধ্যে প্রবীণ নিবাসে ঔষধের ফার্মেসি থাকার ব্যবস্থা (৩০.০০%), প্রবীণ নিবাসে সার্বক্ষণিক একজন ডাক্তারের উপস্থিতি (২৮.৩৩%), মারাত্মক শারীরিক অসুস্থতায় হাসপাতালে ভর্তির সুবিধা (২১.৬৬%) এবং নিয়মিত বিরতিতে হেলথ চেক আপের ব্যবস্থা (১৩.৩৩%) প্রভৃতি স্বাস্থ্য সুবিধা থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। গবেষণার ফলাফল দেখা যায় যে, প্রবীণ নিবাসে স্বাস্থ্য সুবিধার আওতায় প্রবীণের শারীরিক অসুস্থতায় ডাক্তারের পরামর্শ ও প্রয়োজনমত ঔষধ পাওয়ার সুবিধা থাকা জরুরী বলে উঠে এসেছে। এক্ষেত্রে ফোকাস দল আলোচনায় অংশ নেওয়া একজন প্রবীণ ব্যক্তি বলেন, *"গ্রামীণ অসহায়, একাকী এবং দু:স্থ প্রবীণের জন্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রবীণ নিবাস স্থাপন করতে হবে যাতে প্রবীণের নিকট আত্মীয় স্বজন ও পরিবারের সদস্যরা যেকোন সময় দেখা সাক্ষাৎ ও পুর্নমিলনের সুযোগ তৈরী হয়। এখানে আরো একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যাতে শারীরিক অসুস্থতায় নিকটস্থ সরকারী উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাওয়া সম্ভব হয়। এ জন্যে প্রবীণ নিবাসটি উপজেলা সদরে সরকারী উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আশেপাশে হয়।"* প্রবীণ নিবাসে পারিবারিক পরিবেশ তৈরীর আওতায় অধিকাংশ উত্তরদাতা (৭০.০০%) প্রবীণদের নিয়ে নিয়মিত আড্ডার আয়োজন করা প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছেন। প্রায় ৬১.৬৬ শতাংশ উত্তরদাতা শিশুদের সাথে গল্পগুজব করার সুযোগ তৈরী করে দেওয়ার কথা বলেছেন। তাছাড়া অন্যান্য পারিবারিক পরিবেশের আওতায় আত্মীয় স্বজনদের সাথে যোগাযোগের সুযোগ (৩৫.০০%), সন্তান সন্ততির ইচ্ছেমত দেখা সাক্ষাতের সুযোগ (২১.৬৬%), মাঝেমধ্যে পরিবারের সদস্যদের খাবার গ্রহণ (১১.৬৬%) এবং জন্মদিন ও বিবাহ বার্ষিকী উৎযাপন (১০.০০%) প্রভৃতি সুবিধা রাখার মাধ্যমে প্রবীণ নিবাসে পারিবারিক পরিবেশ তৈরীর কথা উল্লেখ করেছেন। অতএব বলা যায়, সম বয়সীদের সাথে নিয়মিত আড্ডা এবং শিশুদের সাথে গল্পগুজব করার সুযোগ তৈরী করার মাধ্যমে প্রবীণ নিবাসে পারিবারিক পরিবেশ তৈরীতে জোর দিয়েছেন। প্রবীণ নিবাসে বিনোদন ব্যবস্থা প্রয়োজনীয়তা বলতে গিয়ে অধিকাংশ উত্তরদাতা (৭৬.৬৬%) প্রবীণ নিবাসে নিয়মিত বৈকালিক আড্ডা দেওয়ার সুযোগ থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রায় ৫৫.০০ শতাংশ উত্তরদাতা প্রবীণ সভার আয়োজনের সুযোগ রাখার কথা বলেছেন। অন্যান্য বিনোদন সুবিধার আওতায় ধর্মীয় সভার আয়োজন (৩৫.০০%), পুতি পড়া/নবী ও রাসুলদের জীবনকাহিনী পাঠ (২৮.৩৩%), প্রবীনদের নিয়ে পিকনিকের আয়োজন (২৬.৬৬%), বাউল/জারি সারি গানের আয়োজন (১৬.৬৬%), ধর্মীয় সংগীতের আয়োজন ও প্রবীণদের অংশগ্রহণে সংগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন (৮.৩৩%) প্রভৃতি সুবিধা রাখার মাধ্যমে প্রবীণের বিনোদন অধিকার নিশ্চিতের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রবীণ নিবাসে গুনগত সময় কাটানোর ক্ষেত্রে অধিকাংশ উত্তরদাতা (৯৩.৩৩ শতাংশ) নিয়মিত ধর্মকর্ম পালনের সুযোগ মাধ্যমে গুনগত সময় কাটানোর কথা বলেছেন। প্রায় ৪৮.৩৩ শতাংশ উত্তরদাতা গুনগত সময় কাটানোর জন্যে প্রয়োজনমত পরিবারের সদস্য ও আত্মীয় স্বজনদের সাথে দেখা সাক্ষাতের সুযোগ থাকার কথা বলেছেন। এছাড়া অন্যান্য সুবিধার আওতায় মোবাইল ফোন সেবা (২৬.৬৬%), প্রবীণদের জন্যে রেডিও এবং টিভি চ্যানেল রাখার ব্যবস্থা (২৫.০০%), পত্রপত্রিকা পড়ার সুযোগ রাখা (২৩.৩৩%), প্রবীণ ক্লাব তৈরী এবং আড্ডার আয়োজন (১৬.৬৬%) এবং ইন্টারনেট সেবা রাখা (১০.০০%)সহ অন্যান্য সুবিধা প্রবীণ নিবাসে নিশ্চিত করে গুনগত সময় কাটানোর কথা উল্লেখ করেছেন। বলা যায়, প্রবীণ নিবাসে গ্রামীণ প্রবীণদের গুনগত সময় কাটানোর জন্যে নিয়মিত ধর্মকর্ম পালন এবং পরিবার ও আত্মীয় স্বজনদের সাথে পুনর্মিলনের সুযোগকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ফোকাস দল আলোচনায় অংশ নেওয়া একজন স্থানীয় স্কুল শিক্ষক বলেন, *"প্রত্যেক উপজেলায় সরকারী উদ্যোগে একটি করে প্রবীণ নিবাস স্থাপন করে আধূণিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে প্রবীণদের গুণগত সময় কাটানোর জন্যে আধূণিক*

বিনোদন ব্যবস্থা ও নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।" প্রবীণ নিবাসে সেবা যত্নের জন্যে অধিকাংশ উত্তরদাতা (৮৬.৬৬ শতাংশ) প্রবীণের সেবা যত্নে দক্ষ সেবাদাতা রাখার কথা বলেছেন। প্রায় ৩১.৬৬ শতাংশ উত্তরদাতা সেবাদানে পরিবারের সদস্যদের অংশ নেওয়ার সুযোগ থাকার কথা বলেছেন। তাছাড়া গ্রামীণ প্রবীণদের সেবা যত্নের জন্যে পেশাদার নার্সিং সদস্য (৩০.০০%) এবং নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সেবা দাতা রাখার সুযোগ (১১.৬৬%) সহ অন্যান্য সুবিধা রাখার মাধ্যমে প্রবীণের সেবা যত্ন নিশ্চিতের কথা বলেছেন। প্রবীণ নিবাসে গ্রামীণ প্রবীণদের সেবা যত্নের জন্যে দক্ষ ও পেশাদার সেবাদাতাসহ পরিবারের সদস্যদের সুযোগ রাখাকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রবীণ নিবাসে বসবাসরত গ্রামীণ প্রবীণদের সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগের ক্ষেত্রে অধিকাংশ উত্তরদাতা (৭৬.৬৬ শতাংশ) পারিবারিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ রাখার কথা বলেছেন। প্রায় অর্ধেক উত্তরদাতা (৪৬.৬৬%) পরিবার ও আত্বীয়-স্বজনের বিয়ে সাদী ও ধর্মীয় উৎসবে অংশ নেওয়ার সুযোগ থাকার কথা বলেছেন। এছাড়াও মসজিদ, মন্দির ও ঈদগাহ পরিচালনায় অংশ নেওযা (২৮.৩৩%), সাংস্কৃতিক সংগঠন পরিচালনায় অংশগ্রহণ (১৮.৩৩%), সামাজিক সংগঠনের পরিচালনায় অংশগ্রহণ (১৬.৬৬%) এবং স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অংশ নেওয়ার সুযোগ (১.৬৬%) থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে গ্রামীণ প্রবীণদের সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগের আওতায় পারিবারিক অনুষ্ঠান এবং পরিবার ও আত্বীয়-স্বজনের বিয়ে সাদী ও ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণের সুযোগকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

বর্তমান গবেষণায় অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ প্রবীণ ব্যক্তিদের সুরক্ষায় প্রবীণ নিবাসের সম্ভাবনা নিরুপন। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ উত্তরদাতা (৯১.৬৭%) বিভিন্ন মাত্রায় গ্রামীণ এলাকায় প্রবীণ সুরক্ষায় প্রবীণ নিবাস স্থাপনের প্রয়োজনীয়তাকে উল্লেখ করেছেন। মাত্র ৮.৩৩ শতাংশ উত্তরদাতা প্রবীণ নিবাস প্রতিষ্ঠা কম প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে একজন মূখ্য তথ্যদাতা উপজেলা সমাজসেবা অফিসার জানান, *"পরিবারের কর্মক্ষম সদস্যদের চাকুরীর কারণে বাইরে যেতে হয় কিন্তু প্রবীণেরা শহওে যেতে আগ্রহী থাকেনা। সেক্ষেত্রে অঞ্চলভিত্তিক প্রবীণ নিবাস প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।"* তবে ফোকাস দল আলোচনায় অংশ নেওয়া একজন এনজিও কর্মী বলেন,*"অনেক প্রবীণ তাদের পরিবারে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হন। প্রবীণ নিবাসের নিরাপদ আবাসন ও সম্মাণজনক পরিবেশ তাদের সুরক্ষা দেবে বলে মনে করি।"* অধিকাংশ উত্তরদাতা (৯১.৬৫%) বিভিন্ন মাত্রায় প্রবীণ নিবাসে মৌল প্রযোজন পূরণের নিশ্চয়তাকে উল্লেখ করেছেন। মাত্র ৮.৩৩ শতাংশ উত্তরদাতা প্রবীণের মৌল প্রযোজন পূরণের নিশ্চয়তা কম সুযোগ তৈরী করবে বলে জানিয়েছেন। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত উত্তরদাতাদের অর্ধেকেরও (৫৮.৩৩%) বেশি বিভিন্ন মাত্রায় অর্থনৈতিক নিরাপত্তার সুযোগ তৈরীর কথা উল্লেখ করেছেন। তবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক (৩৩.৩৩%) উত্তরদাতা অর্থনৈতিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে প্রবীণ নিবাসকে ভরসা করতে না পারার কথা বলেছেন। প্রায় ৮.৩৩ শতাংশ উত্তরদাতা এ বিয়য়ে কোন মন্তব্য করেন নি। উত্তরদাতাদের প্রায় অর্ধেক (৫৫.০০%) বিভিন্ন মাত্রায় পারিবারিক পরিবেশে থাকার এবং প্রায় কম অর্ধেক সংখ্যক (৪৫.০০%) উত্তরদাতা প্রবীণ নিবাসে পারিবারিক পরিবেশ না থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে ফোকাস দল আলোচনায় অংশ নেওয়া একজন গ্রাম্য মাতবর বলেন, *"যৌথ পরিবার ব্যবস্থার ভাঙ্গন ও তরুণ প্রজন্মের কর্মব্যবস্থতার কারণে প্রবীণেরা একাকীত্ব ও অবহেলার শিকার হচ্ছেন। এক্ষেত্রে প্রবীণ নিবাস তাদের জন্যে একটি সুরক্ষিত ও ভালো পরিবেশ তৈরী করতে পারে।"* গবেষণায় অধিকাংশ উত্তরদাতা (৮৮.৩৩%) বিভিন্ন মাত্রায় যত্ন আত্তি এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার সুযোগ তৈরীর কথা এবং মাত্র অল্প সংখ্যক (৮.৩৩%) উত্তরদাতা প্রবীণ নিবাসে যত্ন আত্তি এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার সুযোগ তৈরী করবেনা বলে উল্লেখ করেছেন। ফলাফলে দেখা যায়, অধিকাংশ উত্তরদাতা (৯০.০০%) বিভিন্ন মাত্রায় সম-বয়সীদের সাথে ভাল সময় কাটানোর সুবর্ন সুযোগ তৈরীর কথা এবং মাত্র অল্প সংখ্যক (১০.০০%) উত্তরদাতা প্রবীণ নিবাসে বিভিন্ন মাত্রায় সম-বয়সীদের সাথে ভাল সময় কাটানোর সুবর্ন সুযোগ তৈরী করবেনা বলে উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে একজন মূখ্য তথ্যদাতা ইউপি চেয়ারম্যান বলেন, *"গ্রামীণ এলাকায় প্রবীণ নিবাস প্রতিষ্ঠিত হলে প্রবীণদের সম-বয়সীদের সাথে ভালো সময় কাটাতে পারবে এবং তাদের মধ্যে মানসিক স্বস্থি দেখা দিবে। অনেক প্রবীণ একসাথে থাকার ফলে প্রবীণের একাকীত্ব কাটবে।"* গবেষণায় আরো দেখা যায় যে, অধিকাংশ উত্তরদাতা (৯৮.৩৪%) বিভিন্ন মাত্রায় প্রবীণ নিবাসে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ধর্মকর্ম ও সামাজিক কর্মকান্ড পালনের সুযোগ তৈরীর কথা এবং কেউই এ বিয়য়ে নেতিবাচক মন্তব্য করেন নি। তাই বলা যায় যে, গ্রামীণ প্রবীণ ব্যক্তিদের সুরক্ষায় প্রবীণ নিবাসের সম্ভাবনা যাচাই করতে গিয়ে দেখা যায় যে, অধিকাংশ উত্তরদাতা গ্রামীণ

এলাকায় নি:সঙ্গ, দু:স্থ, অসহায় ও দরিদ্র প্রবীণদের সুরক্ষায় প্রবীণ নিবাস স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা, মৌল প্রযোজন পূরণের নিশ্চয়তা, যত্ন আত্তি এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার সুযোগ তৈরী, সম-বয়সীদের সাথে ভাল সময় কাটানোর সুবর্ন সুযোগ এবং প্রবীণ নিবাসে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ধর্মকর্ম ও সামাজিক কর্মকান্ড পালনের সুযোগ তৈরীর সম্ভাবনার কথা বলেছেন। তবে প্রবীণ নিবাসে গ্রামীণ প্রবীণদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও পারিবারিক পরিবেশ তৈরীর সম্ভাবনা পুরোপুরি নিশ্চিত করতে পারেন নি।

উপসংহার ও নীতি সুপারিশ

বাংলাদেশ সংবিধান ১৫/ডি অনুচ্ছেদে প্রবীণদের অধিকার সংরক্ষনের কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার এসডিজি'স লক্ষ্য অর্জনে বদ্ধপরিকর। এসডিজি'স এর অন্যতম এজেন্ডা হলো "no one will be left behind" by ২০৩০। এসডিজি'স এর লক্ষ্য যেমন: জিরো ক্ষুধা, দারিদ্র দূরীকরণ, কর্মসংস্থান, অভিযোজিত বাসস্থান, স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং সেনিটশনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর উপর বিশেষ নজর দেওয়া জরুরী। বাংলাদেশ সরকার প্রবীণ কল্যাণ ও উন্নয়ণে নানামুখী কর্মসূচী গ্রহণ করেছে যার মধ্যে বয়স্ক ভাতা, জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা, ২০১৩ ও পিতা-মাতা ভরণপোষণ আইন, ২০১৩ প্রণয়ন অন্যতম। তবে লক্ষ্যনীয় যে, প্রবীণ কল্যাণে সরকার আন্তরিক থাকলেও পরিবর্তিত সমাজকাঠমো, সামাজিক পরিবর্তন, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক স্থানান্তর এবং বার্ধক্যকালীণ দারিদ্র্য আমাদের সমাজের অগ্রগন্য প্রবীণ জনগোষ্ঠী আজ মৌলিক চাহিদা পূরণসহ থাকা খাওয়া, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, সেবা যত্ন ও পরিবারের সবার সাথে বসবাস আজ ঝুঁকির সম্মূখীন। এ লক্ষ্যে গ্রামীণ প্রবীণ ব্যক্তিদের সুরক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ হিসেবে প্রবীণ নিবাসের সামাজিক চাহিদা ও সম্ভাবনা নির্ধারণের লক্ষ্যে পরিচালিত গবেষণাটি গ্রামীণ নি:সঙ্গ, দু:স্থ, অসহায় ও দরিদ্র প্রবীণদের সুরক্ষায় পরিবারের বিকল্প আশ্রয় হিসেবে প্রবীণ নিবাসের সামাজিক চাহিদা ও সম্ভাবনা খুজাঁর চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, গৃহীত উত্তরদাতার গড় বয়স ৬৯.৪৫, অধিকাংশ উত্তরদাতা বয়সজনিত কারনে বিধবা ও এখানে কেউ অবিবাহিত নেই। বেশীরভাগই নিরক্ষর এবং গ্রামীণ এলাকায় পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাবে তাদের কোন উচ্চ শিক্ষা নিতে দেখা যায়নি। গবেষণাটি গ্রামীণ এলাকায় পচিালিত হওয়ায় অধিকাংশেরই গ্রাম ভিত্তিক পেশা দেখা যায়।

গ্রামীণ সমাজের মূল্যবোধ ও আবেগীয় সম্পর্কের কারনে পরিবারের সদস্যদের সাথে প্রবীনের সম্পর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাল রয়েছে বলে ফুটে উঠেছে। অধিকাংশ উত্তরদাতা সামাজিক ও মানসিকভাবে অবহেলা ও অপব্যবহার শিকার। উত্তরদাতাদের মধ্যে অধিকাংশ প্রবীণ বার্ধক্যে তাদের পরনির্ভরশীলতা, শারীরিক অক্ষমতা, শারীরিক অসুস্থতা, নিম্ন আয় ও দারিদ্র্য, সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিবর্তন, অপর্যাপ্ত সামাজিক ও আর্থিক সাহায্য এবং অসহায়ত্বকে গ্রামীণ প্রবীণের অবহেলা ও অপব্যবহারের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। গ্রামীণ দরিদ্র ও দু:স্থ প্রবীণ ব্যক্তিদের পরিবারের বিকল্প আশ্রয় হিসেবে অধিকাংশ উত্তরদাতা প্রবীণ নিবাসের কথা জানিয়েছেন এবং অন্যান্য আশ্রয় কেন্দ্রেসমূহে নির্ভরশীলতা ও আশ্রয়দাতার খেয়ালখুশির কারণে তারা এসব আশ্রয়কে বসবাসের জন্যে কম পছন্দ করেন। যে সকল গ্রামীণ প্রবীণের থাকা খাওয়ার, সেবা যত্ন এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নেই তাদের জন্যে প্রবীণ নিবাস উত্তম আশ্রয় হিসেবে দেখা হয়েছে। প্রবীণ নিবাসে স্বাস্থ্য সুবিধার আওতায় প্রবীণের শারীরিক অসুস্থতায় ডাক্তারের পরামর্শ ও প্রয়োজনমত ঔষধ পাওয়ার সুবিধা থাকা জরুরী বলে উঠে এসেছে। তবে প্রবীণদের সেবা যত্নের জন্যে দক্ষ ও পেশাদার সেবাদাতাসহ পরিবারের সদস্যদের সুযোগ রাখাকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। দেখা যায় যে, অধিকাংশ উত্তরদাতা গ্রামীণ এলাকায় নি:সঙ্গ, দু:স্থ, অসহায় ও দরিদ্র প্রবীণদের সুরক্ষায় প্রবীণ নিবাস স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা, মৌল প্রযোজন পূরণের নিশ্চয়তা, যত্ন আত্তি এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার সুযোগ তৈরী, সম-বয়সীদের সাথে ভাল সময় কাটানোর সুবর্ন সুযোগ এবং প্রবীণ নিবাসে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ধর্মকর্ম ও সামাজিক কর্মকান্ড পালনের সুযোগ তৈরীর সম্ভাবনার কথা বলেছেন। তবে প্রবীণ নিবাসে গ্রামীণ প্রবীণদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও পারিবারিক পরিবেশ তৈরীর সম্ভাবনা পুরোপুরি নিশ্চিত করতে পারেন নি।

বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে গ্রামীণ প্রবীণ ব্যক্তিদের সুরক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ হিসেবে প্রবীণ নিবাসের সামাজিক চাহিদা ও সম্ভাবনা নির্ধারণে নিম্নোক্ত নীতি সুপারিশ করা হয়;

১। অধিকাংশ গ্রামীণ প্রবীণ বার্ধক্যকালীণ দারিদ্র্যতা ও নির্ভরশীলতা জীবনের শেষ প্রান্তে অসহায়, নি:স্ব ও বোঝা হিসেবে পরিগণিত হয়। ফলে পরিবারের সদস্যদের দ্বারা শারীরিক, মানসিক, স্বাস্থ্যগত ও সামাজিক অপব্যবহারের শিকার হন। এক্ষেত্রে পরিবারের তরুণ ও কর্মক্ষম সদস্যদের প্রবীণদের প্রতি দায়িত্ববোধ জাগ্রত করতে হবে। এজন্যে পারিবারিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে। শিক্ষার সকল স্তরে প্রবীণের প্রতি তরুণ সমাজের দায়িত্ব কর্তব্য, সমাজ গঠণে প্রবীণের অবদান প্রভৃতি বিষয় কোর্স কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

২। যে সমস্ত প্রবীণের দায়িত্ব পালন ও দেখভালে পরিবার অনাগ্রহী সে সমস্ত প্রবীণের জন্যে গ্রামীণ এলাকায় প্রবীণ নিবাস স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাছাড়া গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় দু:স্থ ও অসহায় প্রবীণের ভরণপোষণের জন্যেও প্রবীণ নিবাস কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে;

৩। গ্রামীণ এলাকায় প্রবীণদের অবসর সময় কাটানো ও বিনোদনের জন্যে প্রবীণ ক্লাব/সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে, যেখানে প্রবীণ বান্ধব বিনোদন ব্যবস্থা ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রবীণ আড্ডার আয়োজন করতে হবে;

৪। গ্রামীণ প্রবীণ নিবাসে আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় চর্চা অনুশীলনের পর্যাপ্ত সুযোগ এবং মৌলিক প্রয়োজন পূরণ ও বার্ধক্যকালীন সেবা যত্নের নিশ্চয়তা নিশ্চিত করতে হবে;

৫। প্রবীণ নিবাসে স্বাস্থ্য সুবিধার আওতায় প্রবীণের শারীরিক অসুস্থতায় ডাক্তারের পরামর্শ ও প্রয়োজনমত ঔষধ পাওয়ার সুবিধা থাকতে হবে। এজন্যে প্রবীণ নিবাস প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে সরকারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর কাছাকাছি স্থানকে নির্বাচন করতে হবে;

৬। প্রবীণ নিবাসে গ্রামীণ প্রবীণদের গুনগত সময় কাটানোর জন্যে নিয়মিত ধর্মকর্ম পালন এবং পরিবার ও আত্বীয় স্বজনদের সাথে পুনর্মিলনের সুযোগকে গুরুত্ব দিতে হবে যাতে প্রবীণরা নিবাসে অবস্থানকালে মানসিকভাবে ভালবোধ করেন;

৭। প্রবীণদের সেবা যত্নের জন্যে দক্ষ ও পেশাদার সেবাদাতাসহ পরিবারের সদস্যদের সুযোগ রাখাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে যাতে প্রবীণরা পেশাদার সেবার পাশাপাশি পারিবারিক পরিবেশ উপভোগ করতে সক্ষম হয়;

৮। গ্রামীণ প্রবীণদের নিবাসে বসবাসের পাশাপাশি সামাজিক কর্মকান্ড ও আচার অনুষ্ঠান যেমন: পারিবারিক অনুষ্ঠান, পরিবার ও আত্বীয়-স্বজনের বিয়ে সাদী ও ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণর সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে;

৯। গ্রামীণ এলাকায় নি:সঙ্গ, দু:স্থ, অসহায় ও দরিদ্র প্রবীণদের সুরক্ষায় মৌল প্রযোজন পূরণ, যত্ন আত্তি এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার সুযোগ, সম-বয়সীদের সাথে ভাল সময় কাটানো এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ধর্মকর্ম ও সামাজিক কর্মকান্ড পালনের সুযোগ তৈরীর ফলে গ্রামীণ এলাকায় প্রবীণ নিবাস স্থাপনের যৌক্তিকতা রয়েছে; এবং

১০। গ্রামীণ প্রবীণ নিবাস প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা ও কার্যকারীতা অনেকাংশেই নির্ভর করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ইতিবাচক ভূমিকার উপর। তাই গ্রামীণ এলাকায় নি:সঙ্গ, দু:স্থ, অসহায় ও দরিদ্র প্রবীণদের সুরক্ষায় প্রবীণ নিবাস স্থাপনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

Azorin, J. M., & Cameron, R. (2010). The application of mixed methods in organizational research: A literature review, *The Electronic Journal of Business Research Methods*, 8(2), 95e105

Bangladesh Bureau of Statistics (2016). Bangladesh Household Income and Expenditure Survey, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh

Begum, S. & Hossain, M. (2018). *Neglect and Abuse of Elderly in Bangladesh*. Bangladesh Development Studies.

Cumming, E., & Henry, W. E. (1961). *Growing Old: The Process of Disengagement*. Basic Books.

Decker, David L. (1980). *Social Gerontology: An Introduction to the Dynamics of Aging,* (2nd edition).Toronto, Little Brown and Company

Esping-Andersen, G. (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton University Press.

Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. University of California Press.

Haque, A. (2021). *Private Old Age Homes in Bangladesh: Trends and Challenges*. BRAC University.

Harris, Dianna K (1990). *Sociology of Ageing*, New York, Harper and Row.

Homans, G. C. (1958). "Social Behavior as Exchange." *American Journal of Sociology*, 63(6), 597–606.

Islam, Md. Rabiul (2013). *A Study on Old Age Problem in Changing Families of Bangladesh* (Ph D Thesis), Institute of Social Welfare and Research, University of Dhaka (unpublished).

Kabir, M. (2015). *Ageing in Bangladesh: Issues and Policy Responses*. Dhaka University Press.

Ministry of Social Welfare (MoSW), Bangladesh (2013). *National Policy on Older Persons*.

Miles, M.B. & A. M. Huberman (1994). *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. Thousand Oaks, CA: SAGE.

Rahman, M. (2020). *Changing Family Structure and Elderly Care in Urban Bangladesh*. Journal of Gerontology Studies, Vol. 6(1).

Rahman, ASM Atiqur, (2016) *Probin Barta,* Bangladesh Association for the Aged and Institute of Geriatric Medicine, Dhaka.

Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.

Strehler, B. L. (1999) *Time, Cells, and Aging*, Demetriades Brothers, Larnaca.

United Nations (2017), *World Population Prospects: The 2017 Revision, Department of Economic and Social Affairs*

আদম শুমারি (২০০১, ২০১১ ও ২০২২).পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা (২০১৩). সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পিতামাতা ভরণপোষন আইন (২০১৩). সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) (২০১৭). পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রহমান, মুহাম্মাদ হাবিবুর (২০০২). *সামাজিক জরাবিজ্ঞানের ভূমিকা: বার্ধক্যের সমাজতত্ত্ব*, ঢাকা, আশরাফিয়া বইঘর।

সাহা, সব্যসাচী (২০০২). *সামাজিক জরা বিজ্ঞান*, রাজশাহী, মঙ্গল চন্দ্র সাহা।